দৈনিক বাংলা

005

তারিখ 03 JUN 1987
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৮

আহসান মঞ্জিল সিন্দুকের লকার শূন্য

(স্টাফ রিপোর্টার)

ঢাকার নবাব বাড়ির সেই ঐতিহাসিক সিন্দুকে শেষ পর্যন্ত কিছুই পাওয়া যায়নি বলে সিন্দুক খোলার জন্যে গঠিত ১১ সদস্যের কমিটি সাংবাদিকদের জানিয়েছে।

গতকাল সিন্দুকের ১৪টি লকার খোলা হয়েছে। খোলার সময় কোন রিপোর্টার বা ফটোগ্রাফার উপস্থিত ছিলেন না। কিংবা এ

(৫-এর পৃঃ দ্রঃ)

মঙ্গলবার আহসান মঞ্জিল সিন্দুকের সব লকার খুলে ফেলা হয় —দৈনিক বাংলা

সিন্দুকের লকার শূন্য

১৭শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৪

(১-এর পৃঃ পর)

সম্পর্কে আগে রিপোর্টার বা ফটোগ্রাফারদের কিছু জানানো হয়নি। বিকাল পাঁচটার দিকে বিভিন্ন সংবাদপত্র অফিসে টেলিফোন করে রিপোর্টার ও ফটোগ্রাফারদের আহসান মঞ্জিলে যাওয়ার অনুরোধ জানানো হয়। সেখানে গেলে বলা হয়, সিন্দুকের ১৪টি লকারের একটিতেও কিছু পাওয়া যায়নি।

বুড়ীগঙ্গার তীরে আহসান মঞ্জিলের এ লকার ঘিরে মানুষের মনে ছিল নানা ধরনের জল্পনা-কল্পনা। কেউ মনে করতেন এর মধ্যে আছে হীরা, জহরত, মণি-মাণিক্য। কেউ মনে করতেন এর মধ্যে আছে এমন কিছু যা সাধারণ মানুষের কল্পনারও বাইরে। ইতি- মধ্যে লকার খোলার প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসাবে গ্যাস দিয়ে সিন্দুকের তালার একটি অংশ পুড়ে খোলার ব্যাপারে জনমনে বিরূপ প্রতিক্রিয়ারও সৃষ্টি হয়েছিল। এ বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির পরই ১১ সদস্যের কমিটি গঠিত হয়।

গতকাল বিকালে আহসান মঞ্জিলের আশপাশে জড়ো হওয়া অসংখ্য মানুষ যখন সাংবাদিকদের কাছে জানতে পারেন যে সিন্দুকের লকারে কিছু পাওয়া যায়নি তখন অনেককেই বিরূপ মন্তব্য করতে শুনা যায়।

ঈদের পর লকার খোলার কাজে হাত দিয়ে সোমবার তিনটি গ্রুপে লকারগুলো কক্ষের মেঝেতে নামানো হয়। এদিন সরকার নিযুক্ত কমিটির চেয়ারম্যান প্রফেসর এম এইচ খানের তত্ত্বাবধানে প্রায় দশ ঘন্টার চেষ্টায় লকারগুলো সিন্দুক থেকে বের করা হয়। এ কাজে সহযোগিতা করেন প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের যন্ত্রকৌশল বিভাগের প্রধান ডঃ তাহের আলী।

গতকাল সকাল আটটায় লকার খোলার চূড়ান্ত পর্যায় শুরু হয়। কমিটির সদস্যদের উপস্থিতিতে লকার খোলার কাজ সম্পন্ন হয়। লকার খোলার পর আহসানমঞ্জিল থেকে পত্রিকা অফিসগুলোতে টেলিফোন করে সাংবাদিক ও ফটোগ্রাফার পাঠাতে অনুরোধ জানানো হয়। সাংবাদিকদের কয়েকজন আহসান মঞ্জিলে উপস্থিত হলে তাদের লকারগুলো দেখানো হয়। কমিটির সভাপতি প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চান্সেলর প্রফেসর এম এইচ খান সাংবাদিকদের জানান যে লকার খোলার পর কোনটিতেই কিছু পাওয়া যায়নি। সিন্দুকের ১৪ নম্বর লকারটি গ্যাসের আগুনে খোলার আগেই কেন বর্তমান পদ্ধতিতে লকার খোলার বিষয়টি বিবেচনা করা হলো না—এ প্রশ্নের উত্তরে প্রফেসর খান বলেন, আগের কোন কাজের দায়দায়িত্ব এ কমিটির ওপর বর্তায় না। যাদুঘরের মহা পরিচালককে এ বিষয় প্রশ্ন করা হলে তিনি উত্তর দেন যে 'টেস্টকেস' হিসাবে এটা করা হয়েছিল। গতকাল লকার খোলার পর লকারগুলো আর সিন্দুকে ওঠানো হয়নি। মেঝের ওপরেই লকারগুলো রেখে দেয়া হয়েছে। প্রফেসর এম এইচ খান জানান যে লকারগুলো পুনরায় সিন্দুকে স্থাপন করতে কিছুটা সময় লাগবে। পরে এ কাজে হাত দেয়া হবে। কাজ শেষে গতকাল তোশাখানার দরজাটি সীল করে দেয়া হয়।

গতকালও আহসান মঞ্জিলের ফটকে সারাদিন কৌতূহলী মানুষের ভিড় ছিল। তবে নিরাপত্তা প্রহরীরা তাদের কাউকে ফটক অতিক্রম করতে দেয়নি। সিন্দুকে কিছু পাওয়া যায়নি এ খবর প্রচারিত হওয়ার পরও ফটকে ভিড় করা মানুষের মনের সংশয় যেন কাটতে চায়নি।

উল্লেখ্য, ১৮ই মে আহসান মঞ্জিলের তোশাখানা ভেঙে বিশাল ... হার সিন্দুকের সন্ধান পাওয়া ... সিন্দুকের লকার সংখ্যা ... কিন্তু এ সিন্দুক বা এর ... চাবির কোন সন্ধান